

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস

৭ এপ্রিল ২০০২

WORLD HEALTH DAY
7th APRIL 2002
MOVE FOR HEALTH

শরীর সচল রাখুন - সুস্থ থাকুন

UBCC Unit, Ministry of Health & Family Welfare

একীভূত বিসি সি ইউনিট, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

বিশেষ ক্রোড়পত্র
২৪ চৈত্র ১৪০৮
৭ এপ্রিল ২০০২

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস ও বাংলাদেশের স্বাস্থ্য সেবা পরিস্থিতি

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
২৪ চৈত্র ১৪০৮
০৭ এপ্রিল ২০০২

বাণী
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

দেশে 'বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস' পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এবারের প্রতিপাদ্য "শরীর সচল রাখুন - সুস্থ থাকুন" স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

সুস্থ জীবন ও রোগ প্রতিরোধে শারীরিক পরিশ্রম ও নিয়মিত শরীরচর্চা একান্ত অপরিহার্য। বাংলাদেশে সর্বোচ্চ রোগ নিয়ন্ত্রণে উদ্যোগে স্বাস্থ্য অর্জিত হলেও অসংক্রামক রোগের বিস্তার ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাচ্ছে। হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, ক্যান্সার, গ্রন্থিবাত ও মেদ অধিকার জনিত রোগ সকলের জন্য আজ উদ্বেগের কারণ। একদিকে উপযুক্ত স্বাস্থ্য পরিচর্যা, শারীরিক পরিশ্রম, নিয়মিত শরীরচর্চা যেমন প্রয়োজন, অন্যদিকে অধিক চর্বিযুক্ত খাদ্য এবং ধূমপান ও নেশা পরিহার করে সহজেই এসব জটিল রোগের আক্রমণ বহুলাংশে প্রতিরোধ করা সম্ভব। এজন্য প্রয়োজন ব্যাপক গণসচেতনতা। যারা জানেন না তাঁদেরকে জানিয়ে দেওয়া এবং জাগিয়ে দেওয়া আমাদের সবার কর্তব্য হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট সবাই এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেন বলে আমি আশা করি।

আমি এ দিবসের সব কর্মসূচীর সর্বশীল সমর্থনা জানাই।

অধ্যাপক এ. কে. এম. বদরুজ্জোজা চৌধুরী

- * অসংক্রামক রোগে বিশ্বে ৬০ শতাংশ মৃত্যু ঘটে
- * বিশ্বে অসংক্রামক রোগের হার ৪৩ শতাংশ
- * অসংক্রামক রোগে মৃত্যু হার ২০২০ সালে দাঁড়াবে ৭০ শতাংশ
- * বিশ্বে ২০২০ সালে অসংক্রামক রোগের হার ৬০ শতাংশে দাঁড়াবে
- * বর্তমানে বিশ্বে প্রতি বছর ২০ লক্ষ মানুষ অসংক্রামক রোগে মৃত্যুবরণ করছে
- * চর্বিযুক্ত খাদ্য গ্রহণ, শারীরিক পরিশ্রমের অভাব ও তামাক ব্যবহার হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ায় ৮০ শতাংশ
- * সুস্থ খাদ্য গ্রহণ, শারীরিক পরিশ্রম ও শরীরচর্চা এবং ধূমপান পরিহার করে এক তৃতীয়াংশ ক্যান্সার প্রতিরোধ করা সম্ভব
- * উন্নয়নশীল দেশে প্রায় ৭০ শতাংশ মানুষ ঘরে বসে বিনোদন উপভোগ করেন

- * বাংলাদেশে মোট মৃত্যুর এক চতুর্থাংশ ঘটে অসংক্রামক রোগে
- * বাংলাদেশে অসংক্রামক রোগে মৃত্যুর অর্ধেকই হয়ে থাকে হৃদরোগের কারণে
- * বাংলাদেশে ৬০ উর্ধ্ব বয়সের প্রবীণের সংখ্যা প্রায় ৯ লক্ষ
- * প্রবীণদের চিকিৎসা ও সেবার জন্য আগারগাঁওয়ে স্থাপিত হয়েছে প্রবীণ হিতৈষী সংঘ ও জুরা বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান
- * দেশে চোখে ছানিজনিত অন্ধত্বের শিকার ৯ লক্ষ মানুষ। প্রতিবছর যোগ হচ্ছে আরো ৬০ হাজার
- * বাংলাদেশে ক্যান্সারে প্রতিবছর দেড় লক্ষ মানুষ মৃত্যুবরণ করে
- * প্রতিবছর দুই লক্ষ মানুষ ক্যান্সারে আক্রান্ত হচ্ছে
- * বাংলাদেশে জরায়ু মুখ, ফুসফুস, স্তন, কণ্ঠনালী ও মুখ গহ্বরের ক্যান্সার অন্যতম

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২৪ চৈত্র ১৪০৮
০৭ এপ্রিল ২০০২

বাণী

৭ এপ্রিল বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও যথাযোগ্য মর্যাদায় বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস পালিত হচ্ছে। বিশ্বে আমি খুশী হয়েছি। এ বছরের প্রতিপাদ্য বিষয়- "শরীর সচল রাখুন - সুস্থ থাকুন" বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ও সমরোপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

একটি সুস্থ ও সচল জাতি গঠনে জনগণের স্বাস্থ্য পরিচর্যার গুরুত্ব অপরিসীম। বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসের কর্মসূচি গণসচেতনতা সৃষ্টি করে এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

রোগ-ব্যাধি ও দারিদ্র্যজনিত উন্নত জাতি গঠনের দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে আমাদের সরকার কাজ করে যাচ্ছে। জনস্বাস্থ্য সেবাকে কার্যকর ও সহজলভ্য করে আমরা ইতিমধ্যেই বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। স্বাস্থ্য খাতে অর্থিক বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং অবকাঠামো সম্প্রসারণের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নের প্রতি আমরা গুরুত্ব দিয়ে যাচ্ছি। অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে মেধাসম্পন্ন কর্মকর্তা জনশক্তি গড়ে তুলতে সরকার সক্ষমতা প্রদান অবশ্যক। তাই রোগ-ব্যাধিজনিত সুস্থ সমাজ গঠনে জনগণের মাঝে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টির জন্য আমি সংশ্লিষ্ট সকল মহলকে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসের সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করি।

আব্দুল হাফেজ, বাংলাদেশ জিলাবাস
খালেদা জিয়া

মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

যথাযোগ্য মর্যাদায় ৭ই এপ্রিল বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস ২০০২ উদযাপনের লক্ষে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসে এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে "শরীর সচল রাখুন - সুস্থ থাকুন"। আমাদের দেশে বিদ্যমান স্বাস্থ্য সমস্যার প্রেক্ষাপটে প্রতিপাদ্য বিষয়টি অত্যন্ত সমরোপযোগী এবং তাৎপর্যপূর্ণ।

সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন অসংক্রামক রোগের বিস্তার দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে জনস্বাস্থ্যকে হুমকির সম্মুখীন করে তুলছে। দেশের মোট জনসংখ্যার এক বৃহৎ অংশ আজ ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ, ক্যান্সার এবং শারীরিক স্থলভারজনিত বিভিন্ন সমস্যার শিকার। এসব রোগে আক্রান্ত হলে চিকিৎসা যেমন জটিল ও ব্যয় সাপেক্ষ, তেমনি মৃত্যু ঝুঁকিও অনেক বেশী। আধুনিক জীবন যাপনের সুযোগ সুবিধা এবং সামাজিক অস্থিরতার কারণে শহর কেন্দ্রিক উচ্চবিত্ত এবং প্রবীণ জনগোষ্ঠী শারীরিক পরিশ্রম ও শরীরচর্চা বিমূর্ত হয়ে পড়ছে। এ অবস্থা হতে উত্তরণের জন্য প্রয়োজন গণসচেতনতা এবং সামাজিক আন্দোলন। সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা সৃষ্টি করাই বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসের মূল উদ্দেশ্য। আমি বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন

সচিব
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে ৭ই এপ্রিল যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত হচ্ছে বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস। শারীরিক পরিশ্রম ও শরীরচর্চার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করে নির্ধারিত এবারের প্রতিপাদ্য "Move For Health" তথা "শরীর সচল রাখুন - সুস্থ থাকুন"। এটি একটি সমরোপযোগী আহ্বান। দিবসটির প্রতিপাদ্য তুলে ধরে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে দেশব্যাপী বিস্তারিত কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অগ্রসরতার পিছনে রোগ ব্যাধির ব্যাপক বিস্তার, মা ও শিশুদের অসুস্থি এবং অধিক জনসংখ্যার প্রভাব রয়েছে। বিভিন্ন সক্রমক ও অসক্রমক রোগে মোট জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ প্রতিনিয়ত আক্রান্ত হয়ে স্বাভাবিক সুস্থ জীবন যাপনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। যে কারণে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জনশক্তির পূর্ণ অংশগ্রহণ একদিকে ব্যাহত হচ্ছে, অন্যদিকে চিকিৎসা ও পুনর্বাসনে প্রতিবছর ব্যয় হচ্ছে বিপুল পরিমাণ অর্থ। শুধু তাই নয়, কটর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে অনেকেরই প্রতিবছর চিকিৎসার জন্য বিদেশে যাতায়াত করছেন। তাই রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করে বিদ্যমান স্বাস্থ্য সেবা সম্প্রসারণে সরকার আন্তরিকতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে। তবে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমেই কেবল সরকারের সিদ্ধান্তকে সফল করে তোলা সম্ভব, আর এজন্য প্রয়োজন সকলের সম্মিলিত উদ্যোগ।

আমি বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উদযাপনের সফলতা কামনা করছি।

মুহঃ ফজলুর রহমান

WHO Representative in Bangladesh
World Health Organization

Message

World Health Organization came into existence on 7 April 1948. Since then World Health Day is being observed on this day every year. The slogan of World Health Day 2002 is "Move For Health". It is a call to individuals, communities and countries to associate physical activity with prevention of disease and disability and improvement of public health. A major cause of cardiovascular diseases, diabetes and obesity is lack of physical activity. WHO estimates that lack of physical activity alone leads to great increase in non-communicable diseases and to more than two million deaths per year.

Regular physical activity and healthy diet have a great potential to reduce the risk of non-communicable and often fatal diseases. Physical activity is known to have a positive effect on blood pressure, blood lipids, body weight, glucose tolerance and other metabolic and regulatory pathways.

As we celebrate World Health Day, let us initiate programmes that provide people an opportunity to cultivate and promote healthy lifestyles and thus increase life expectancy, reduce human suffering, increase economic productivity and curb the growing cost of treatment.

Dr. Suniti Acharya

প্রতিমন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

যথাযোগ্য মর্যাদা ও বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে ৭ই এপ্রিল বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উদযাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করায় আমি আনন্দিত। দিবসটি উপলক্ষে জনগণের মাঝে স্বাস্থ্য সচেতনতা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় "শরীর সচল রাখুন - সুস্থ থাকুন" আমাদেরকে সুস্থ জীবন যাপনের একটি মৌলিক অভ্যাসের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বিরাজমান নানাবিধ সমস্যার প্রেক্ষিতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আহ্বান বাস্তবসম্মত এবং প্রশংসনীয় বলে মনে করি। বিলাসবহুল জীবন যাপন এবং অলসতার কারণে অনেকেরই শারীরিক পরিশ্রম ও শরীরচর্চার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেন না। কেবল পরিবারিক জীবনে নয়, কর্মক্ষেত্রেও এর প্রতিফলন লক্ষ্যীয়। রোগ ব্যাধি প্রতিরোধ করে সুস্থ ও কর্মক্ষম দীর্ঘ জীবনের জন্য নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম ও ব্যায়াম করা সকলের ক্ষেত্রেই প্রয়োজ্য। সমাজের সকল পর্যায়ের জনগণের মাঝে শারীরিক পরিশ্রম এবং ব্যায়ামের অভ্যাস গড়ে তুলতে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির প্রত্যেক সচেতন ব্যক্তিকে অংশ নিতে হবে। গণমাধ্যম কর্মীগণও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারেন বলে আমার বিশ্বাস।

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উদযাপনের সর্বশীল সমর্থনা জানাই।

আব্দুল হাফেজ, বাংলাদেশ জিলাবাস
আমান উল্লাহ আমান

মহা পরিচালক
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

তত্ত্বাবধায়ক

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও ৭ এপ্রিল পালিত হচ্ছে বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস। একটি সার্বজনীন স্বাস্থ্য সমস্যার প্রতি আলোকপাত করে নির্ধারিত প্রতিপাদ্য "শরীর সচল রাখুন - সুস্থ থাকুন" বিশেষ অর্থবহ। কেননা রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ এবং সুস্থ জীবন যাপনের জন্য শারীরিক পরিশ্রম ও শরীরচর্চার কোন বিকল্প নেই।

প্রতিকূল পরিবেশ, মানুষের ভ্রান্ত অভ্যাস ও আচরণ এবং স্বাস্থ্য সচেতনতার অভাবে বাংলাদেশে বিভিন্ন সক্রমক রোগের ব্যাপক বিস্তার ও প্রাণহানী মাত্র কয়েক বছর আগেও ছিল উদ্বেগের কারণ। কিন্তু ব্যক্তি, সমাজ এবং জাতীয় পর্যায়ে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদার করার ফলে সক্রমক রোগের বিস্তার হ্রাস পাচ্ছে। অপর দিকে লক্ষ্য করা যাচ্ছে বিভিন্ন অসক্রমক এবং জটিল রোগের বিস্তার আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। অসক্রমক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য আমাদেরকে অবশ্যই আত্মপদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। তবে এ জন্য ব্যক্তিগত এবং পরিবারিক উদ্যোগ সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। কারণ নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম এবং শরীরচর্চা অসক্রমক রোগ প্রতিরোধে বিশেষ সহায়ক। স্বাস্থ্য সেবায় নিয়োজিত সকল কর্মকর্তা ও কর্মীদের আহ্বান জানাচ্ছি এ ব্যাপারে জনগণের মাঝে সচেতনতা গড়ে তোলার জন্য।

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উদযাপন সফল হোক।

অধ্যাপক আব.ম. আহসান উল্লাহ

- শরীরচর্চা এবং শারীরিক পরিশ্রম গুরুত্বপূর্ণ কেন :**
- * শারীরিক পরিশ্রম প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সুস্বাস্থ্য অর্জনে অনেকটা সহায়ক
 - * শারীরিক পরিশ্রম শারীরিক ও মানসিক কল্যাণ সাধন করে যা যুবকদের মধ্যে উগ্ৰজ্ঞাল প্রবণতা কমায়ে, তামাকমুক্ত জীবন গঠনে প্রেরণা যোগায়, মাদকাসক্তি ও অবাধ যৌনাচার হ্রাস করে এবং প্রবীণদের নিঃসঙ্গতা কমিয়ে শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষ সাধন করে
 - * প্রতিদিন নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম ও শরীরচর্চা স্বাস্থ্য উন্নয়ন এবং সংরক্ষণের উপায়
 - * হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, মলাশয়ে ক্যান্সার, মোটা হওয়া ও গ্রন্থিবাত প্রতিরোধে শারীরিক শ্রম ও শরীরচর্চা অপরিহার্য
 - * প্রতিদিন কিছু শারীরিক পরিশ্রম ও নিয়মিত শরীরচর্চায় কর্মক্ষমতা বাড়বে, অবসন্নতা দূর হবে, শরীরে অতিরিক্ত কোলেস্টেরল ও রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করবে
 - * নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম ও খেলাধুলা যুবকদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও মানসিক উন্নয়নে সহায়ক। বয়স্ক ব্যক্তি যিনি নতুন করে নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম শুরু করেছেন, তাঁর আত্মপ্রত্যয় ও সফলতা অর্জনের আস্থা বাড়াবে
 - * কর্মক্ষম, মানসম্মত ও উৎপাদনক্ষম জীবনের জন্য শারীরিক পরিশ্রম ও শরীরচর্চা বিশেষ সহায়ক
 - * শারীরিক পরিশ্রম বিমূর্ততা মানুষের মৃত্যু ঝুঁকি বাড়ায়। এছাড়া ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, শরীর স্থলকায় হওয়া, মলাশয়ে ক্যান্সার, উচ্চ রক্তচাপ, গ্রন্থিবাত, বিষমুতা ও উৎকর্ষের ঝুঁকি দ্বিগুন বৃদ্ধি পায়

কি করতে হবে :

প্রতিদিন সামান্য শারীরিক কাজ ও শরীরচর্চা আপনাকে ভাল রাখবে। তাই সুস্থ থাকার জন্য এবং হৃদরোগ ও ডায়াবেটিস প্রতিরোধের জন্য প্রতিদিন কমপক্ষে ৩০ মিনিট হালকা কাজ বা শরীরচর্চা করুন। আপনি যখন পারেন যতটা পারেন হাঁটুন, সময় পেলে খেলা করুন, স্ক্লেটিং অথবা সাইকেল চালান, বাড়িঘর পরিষ্কার করুন, জগিয়ে করুন কিংবা সিঁড়ি বেয়ে উঠুন। সুস্বাস্থ্যের জন্য পরিশ্রম করুন। অর্থাৎ "শরীর সচল রাখুন - সুস্থ থাকুন"

একীভূত বিসি সি ইউনিট
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

মহাপরিচালক
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

তত্ত্বাবধায়ক

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সকল সদস্য দেশের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে বাংলাদেশেও ৭ই এপ্রিল যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত হচ্ছে বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস। দিবসটি উপলক্ষে রোগ ব্যাধি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে শারীরিক পরিশ্রম ও শরীরচর্চার প্রতি গুরুত্ব প্রদান যথার্থ বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশ একটি অধিক ঘনবসতি পূর্ণ দেশ। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দ্রুত বাড়তে শুরু করলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের প্রক্রিয়া ব্যাহত হতে থাকে। পরিস্থিতি মোকাবেলায় জনসংখ্যাকে দেশের অন্যতম প্রধান সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে তা নিয়ন্ত্রণে শুরু হয় ব্যাপক কার্যক্রম। সকলের নিরলস প্রচেষ্টা ও সহযোগিতায় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে উদ্যোগে স্বাস্থ্য অর্জিত হয়েছে এবং এই ধারা বজায় রাখার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমে মা ও শিশু স্বাস্থ্য, নিরাপদ মাতৃত্ব এবং জৈবিক ইয়া কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত হওয়াতে এক নতুন মাত্রার সূচনা হয়েছে। শারীরিক পরিশ্রম ও শরীরচর্চার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে অসক্রমক রোগ প্রতিরোধ এবং অকাল মৃত্যু রোধ করা সম্ভব বলে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের অঙ্গাঙ্গি আরও ফলপ্রসূ ও বোধগম্য হবে। আসুন, সকলে মিলে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি সফল করে তুলি।

আমি বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসের সফলতা কামনা করি।

মোঃ ফজলুর রহমান

সৌজন্যে :



ACI Limited

সৌজন্যে :

